এমপিওভুক্তির জন্য টেবিলে টেবিলে টাকা দিতে হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

০১ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য টেবিলে টেবিলে টাকা দিতে হয় বলেও অভিযোগ তুলেছেন কেউ কেউ। গতকাল রবিবার জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মঞ্জুরি দাবির বিরুদ্ধে ছাঁটাই প্রস্তাবের আলোচনায় এসব অভিযোগ উঠে আসে। শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী সংসদ সদস্যদের অভিযোগের জবাব দিলেও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে মুখ খোলেননি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মঞ্জুরি দাবির ওপর ছয়জন সংসদ সদস্য ছাঁটাই প্রস্তাব দেন। জাতীয় পার্টির এক সদস্যের অনুপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন পাঁচ জন। কুড়িগ্রাম-২ আসনের হামিদুল হক খন্দকার বলেন, ‘শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও বৈষম্য লেগে আছে। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষাক্রম ও আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা একই কর্মস্থলে পাঁচ-সাত বছর ধরে থেকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে।’

বরিশাল-৪ আসনের পংকজনাথ বলেন, ‘এনটিআরসিএর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রশংসনীয়। তবে কুড়িগ্রামের চিলমারীর কেউ যদি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে নিয়োগ পায়, তা হলে সে যোগদান করে না। নিয়োগটি অঞ্চলভিত্তিক করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসারদের শূন্যপদগুলোতে দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে।’

জাতীয় পার্টির হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, ‘আমার নির্বাচনী এলাকায় একটি সরকারি বিদ্যালয়ে ৪৩টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। পাঁচটি কিংবা সর্বোচ্চ ২০টি ব্যবহার হয়, কিন্তু রুম ৪৩টি। এই যে অপব্যয়! আমার পাকা বাড়ি, পাকা পায়খানা; কিন্তু খাবার নেই। এটা হচ্ছে আজকের শিক্ষার অবস্থা।’ তিনি বলেন, ‘এমপিওভুক্ত হয় না। আবেদন গ্রহণও বন্ধ। এক বছর আগে যাদের এমপিওভুক্তির চিঠি দেওয়া হয়েছে, তাদের পিয়ন চাপরাশির দু-

একজনের বেতন হয়েছে, অন্যদের বেতন হয় না। এমপিওভুক্তির জন্য বিভিন্ন টেবিলে যেতে হয়। ধাপে ধাপে টেবিল মানে ধাপে ধাপে দুর্নীতি। একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার ২০ থেকে ২৫ বছর পরে বেতন হচ্ছে।'

রেলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত সবাই ¯œাতক পাস বলে খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে নাটোর-১ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম বলেন, 'এটা খুবই কষ্টের বিষয়। আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বাড়ানোর পক্ষে। কিন্তু আগামী অর্থবছরে কমপক্ষে পাঁচ লাখ অনার্স-মাস্টার্স পাস ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোনো শিক্ষিত বেকার না থাকে।'

ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী প্রশাসনিক ব্যয় কমিয়ে শিক্ষা গবেষণায় ব্যয় বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব করেন।

সংসদ সদস্যদের বক্তব্যের জবাবে মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, দূরবর্তী জায়গায় অনেকে যোগদান করেন না, এটা ঠিক। এটি একটি সমস্যা, আমরা ইতোমধ্যে চিহ্নিত করেছি। একটা বাধা আছে, আমরা আইন সংশোধনের মাধ্যমে তা নিরসনের চেষ্টা করছি। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ যথাযথ হয়েছে বলেও দাবি করেন শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে, আইন মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরি দাবির ওপর ছাঁটাই প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বতন্ত্র সংসদ পংকজনাথ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান অধিকার রক্ষায় কমিশন গঠনের দাবি জানান। বিরোধী দলের সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ প্রতিটি বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ করার দাবি জানান। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ বলেন, সুন্দর সুন্দর ভবন হয়েছে। কিন্তু লাখ লাখ মানুষ আদালতে ঘুরছেন। মামলাজট বাড়ছে।